মেয়েদেরকে অল্পবয়সে বিয়ে দেয়া আর আগুনে ফেলা সমান কথা– জেলা প্রশাসক

আপনারা নিজেদের স্বার্থে মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিবেন না। অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া মানে, ওই মেয়েকে আগুনে ফেলে দেবার সমান। আপনারা নিজেরা চেস্টায় আয় করে মেয়েদের লেখা-পড়া করান।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন, প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহের জেলা প্রাশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) এর সহায়তায় ও কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের বিআরডিপির উপপরিচালক মুক্তার হোসেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আক্কাস আলী।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন। পরে জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষাণার্থীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেন।

এরপর তিনি উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। আলোচনা করেন,বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা,জঙ্গিবাদ,আইনশৃংঙ্গা বিষয় নিয়ে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা,মসজিদের ঈমাম,জনপ্রতিনিধিরা।

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি করেছেন দূর্বৃত্তরা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এ চিরকুট দেখতে পান ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে আজ শুক্রবার (৯ ই ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগী রবিউল ইসলাম বলেন,৭ তারিখ সকাল ৮.৩০ মিনিট। ওই সময় আমার ছেলের বউ সোনিয়া খাতুন বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় ভ্যানের উপর ভাজ করা প্রথম চিঠি দেখতে পান। তাতে আমার কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা না পেলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেয়া হয় ওই চিঠিতে। পাশে আবুল কাশেমের বাড়ির ছাদে কাপড় মেলতে যান সোনিয়া খাতুন। ওখানেও একইভাবে ভাজ করা চিরকুট দেখতে পান। ওই চিরকুটে আবুল কাশেমের কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

ওইদিন জাকির হোসেন ওরফে সুমনের মা রুবিনা খাতুন নিজ ছাদে একই রকম কাগজে লেখা চিরকুট পান। ওই চিরকুটে সুমনের কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। ওই চিঠিতে লেখা ছিল আগামী ২০ তারিখের মধ্যে ওই চাঁদার টাকা পরিশোধ করার কথা। তবে কোথায় কখন এ টাকা দিতে হবে, তা পরবর্তী চিঠি দিয়ে জানানো হবে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন দূর্বৃত্তরা।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আবুল কাশেম বলেন,আমার সঙ্গে কারোর কোন শত্রুতা নাই। তবে কে কেন এ ধরনের চিঠি দিল বুঝতে পারছিনা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,অভিযোগ পেয়েছি। তবে এটা তেমন কোন চাঁদা চাওয়ার মত ঘটনা না। নিজের ছেলে সহ আরো কয়েক জন ছাদে খেলা করেন। এটা ওই ধরনের ছেলেরা করতে পারে। কারণ এটা খুব কাঁচা হাতের লেখা। চিঠি পড়ে তেমন মনে হয়েছে। রাতে ঘটনাস্থলে যাব। দেখি প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছে।

কোটচাঁদপুরে গ্রাহকের প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিলো,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে রয়েছে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেট,ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট ও আজিজ কো- অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও মূল হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকররা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ভুক্তভোগীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটচাঁদপুরে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেটের শাখা খোলা হয়। এই আউটলেট শাখার দ্বায়িত্বে ছিলেন,আহসানগীর (সাবলু)। অল্প দিনেই ব্যাংকের সু-নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

সেই সুযোগে ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন (সাবলু)। অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখান গ্রাহকদের। ওই সময় ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে পৃথক স্ট্যাম্প করে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। এ ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গা ঢাকা দেন আহসানগীর (সাবলু)।

ওই ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার ভূট্রো নামের এক যুবক ও কোটচাঁদপুরের আল- আমিন আদালত মামলা করেছেন। গ্রাহক ভূট্রোর মামলায় আদালতে সাজাও হয়েছে আহসানগীরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগী আল-আমিন।

তিনি বলেন, আহসানগীরের কথামত সরল বিশ্বাসে আমি ব্যাংকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ছিলাম। চুয়াডাঙ্গার ভুট্টো নামের আরেক গ্রাহক দিয়ে ছিল ৩০ লাখ। এ ভাবে তিনি ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। যার মধ্যে ভূট্রো ও আমি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছি। এরমধ্যে ভূট্রোর মামলায় সাজাও হয়েছে সাবলুর।

সে মহেশপুর উপজেলার কাকিলা দাড়ি গ্রামের আমিনুর রহমান ছেলে। এরপর ২০১৯ সালে ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট খোলা হয় কোটচাঁদপুরে। ওই সময়

ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। এরপর ২০২১ সালের ব্যাংকের দায়িত্ব নেন তাঁর বড় ভাই জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির (রাজিব)। ওই সময় তাঁর অনুরোধে কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। যার হিসাব নাম্বার ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়। ওই গ্রাহককে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক।

সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা।অথচ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারি প্রবাসে থাকা অবস্থায় তার ব্যাংকের ৩ টি হিসাব নাম্বারের টাকা গায়েব হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে ভূক্তভোগী রোকনুজ্জামান (রোকন) এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন,ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা,ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোকন বলেন,গেল ২০ বছর ধরে কুয়েতে ছিলাম। ২০১৯ সালে দেশে এসে কোটচাঁদপুর ব্যাংক এশিয়া এজেণ্ট ব্যাংকে একটি সঞ্চায়ী হিসাব খুলে লেনদেন করেছিল। যার হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬। এ সময় এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। ২০২০ সালের ২ মার্চে ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট আউটলেটে আরো দুইটি মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। হিসাব নং- ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়।

আমাকে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক। সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা। রাজিবুল ইসলাম কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর গ্রামের মৃত কাওসার আলীর ছেলে।

এর আগে ২০২০ সালে কোটচাঁদপুরে আজিজ কো-অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড ৩৭ জন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৭৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে কর্তৃপক্ষ উধাও হয়ে যান। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গ্রাহকরা টাকা ফেরতের দাবীতে ওই সময় মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচীও পালন করেন।

এ ভাবে গেল ৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ

টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা ও হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকরা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন, ছেলের বাবাকে জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন করায় ছেলের বাবা কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার কোলাবাজার ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রী দুলাল কুমার দাসের মেয়ে শ্রাবন্তী দাস (১৪) কে কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভোমরাডাঙ্গা গ্রামের দাস পাড়ার শ্রী মদন কুমার দাসের বাড়িতে ছেলে আকাশ কুমার দাস (১৯) এর সাথে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে অভিভাবকরা। তখন গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ভ্রম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭/৮ ধরায় ছেলের বাবা শ্রী মদন কুমার দাস কে (২৫) হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সে সময় মেয়েকে তার বাবা দুলাল কুমার দাসের কাছে বুঝিয়ে দেন। ছেলে, মেয়ে ও তাদের পিতামাতা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া মেয়ে তার বাবা বাড়িতে থাকবে, মেয়েকে পড়াশুনা করার জন্য নিয়মিত স্কুলে পাঠাবে এবং ছেলের সাথে যোগাযোগ করবে না।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

শিলা বেগম, লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই সি উপপরিদর্শক এস আই মিজান, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও সামগ্রী বিতরণ

কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও তাদের মাঝে প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান করা হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) রে আয়োজনে ও ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন । এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন।

এ সময় ওই বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও প্রকল্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দরা।

কোটচাঁদপুর কপোতাক্ষ নদে

উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

কোটচাঁদপুরে কপোতাক্ষ নদে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চাইনা দুয়াড়ি পেতে মাছ ধরার অপরাধে দুয়াড়ি জব্দ করে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের বলাবাড়িয় বাগডঙ্গা এলাকায় এ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। নিষিদ্ধ চাইনা
দুয়াড়ি পেতে মাছ শিকার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা
নির্বাহী অফিসার উছেন মে কপোতাক্ষ নদে অভিযান চালান। এ সময় তিনি ১৪ টি চায়না নিশিদ্ধ দুয়াড়ি জব্দ করেন। পরে তা ওই নদের তীরেই আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

দুয়াড়ি ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার,কোটচাঁদপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক নাজিবুল হক সহ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য

কর্মকর্তাদের ক্লীনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান

কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান
চালিয়েছেন,উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।আজ মঙ্গলবার এ অভিযান
চালান তিনি। এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বললেন,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে যৌথভাবে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৬ টি আর ২ টিতে শুধু মাত্র ক্লীনিক।

যার মধ্যে রয়েছে একতা প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,কোটচাঁদপুর নাসিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সামস্উদ্দিন মেমোরিয়াল প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স,মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আল্ট্রাভিশন প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নিউ লাইফ হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিটি ক্লীনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শুধু মাত্র ক্লীনিক রয়েছে কপোতাক্ষ ফ্যামিলি কেয়ার হাসপাতাল,জনতা ক্লীনিক।

এ ছাড়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, ১১ টি। এরমধ্যে ইউনাইটেড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্ণফুলি ল্যাব এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ্যাডভান্স মেডিকেল সার্ভিসেস, এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, মুকুল -খালেদা ডায়াবেটিক,লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সজিব ল্যাব এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, মেডিল্যাব মেডিকেল মেডিকেল সার্ভিসেস, শেখ নিজাম ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওয়ান ল্যাব মেডিকেল সার্ভিসেস।

সম্প্রতি ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশে অভিযান শুরু করেছেন সংশ্লিষ্টরা । এর ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, সারাদেশের মত কোটচাঁদপুরও ক্লীনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার অভিযান চালানো হয়েছে। ইতোমধ্যে কাগজ পত্রে অসঙ্গতি থাকায় দুইটি প্রতিষ্টান বন্ধ রেখেছেন মালিকপক্ষ।

এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বলে সর্তক করেছেন ওই কর্মকর্তা। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কনসালটেন্ট (এনেস্থিসিয়া) ডাঃ রাইসুল ইসলাম (জুয়েল) ও কমপ্লেক্সের হিসাব রক্ষক জিয়াউল ইসলাম।

কোটচাঁদপুর বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ড্রাগন ফলের চাষ

কোটচাঁদপুরে বানিজ্যিক ভাবে শুরু হয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ড্রাগন ফলের চাষ। এ দিকে সন্ধ্যা নামলেই বৈদ্যুতিক বাতির ঝলকানি দেখতে ওই বাগানে ভীড় করছেন,উৎসুখ জনতা। বাড়তি ফল উৎপাদনের আশায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে দেড় বিঘা জমিতে এ পদ্ধতিতে চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন,চাষি রেহমানুল কবির (রাজু)।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর তালসার সড়কের পারলাট মাঠ এটি। এ সড়কের পাশেই দেড় বিঘা ড্রাগন ফলের বাগান চাষি রেহমানুল কবির (রাজুর)। ২০২১ সালের দিকে এ বাগানটি করেন তিনি। ওই সময় দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ করতে ব্যয় হয়েছিল সাড়ে ৪ লাখ টাকা। এ বছর ওই বাগানেই বাল্ব পদ্ধতিতে চাষ করতে আবারও ব্যয় করেছেন আরো ৩ লাখ টাকা।

এদিকে সন্ধ্যা নামলেই বৈদ্যুতিক বাতিগুলো জ্বলে উঠছে বাগানটি। এ সময় দুর থেকে দেখলে বাগানটিকে তারার মেলা বলে মনে হচ্ছে। যা দেখতে প্রতিনিয়ত ওই সড়কে ভীড় করছেন উৎসুক জনতা। এর মধ্যে কেউ আসছেন চাষ পদ্ধতিসহ দেখতে। আবার কেউ আসছেন আলোর ঝলকানি উপভোগ করতে।

বিষয়টি নিয়ে ড্রাগন চাষি রেহমানুল কবির (রাজু) বলেন,গেল ২০১৮ সালে মাত্র ১৫ কাঠা জমিতে দিয়ে ড্রাগন চাষ শুরু করা হয়। বর্তমানে ১০ বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ।

তিনি বলেন, এক বিঘা জমিতে ড্রাগন চাষ করতে ব্যয় হয় ৩ লাখ টাকা। তবে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে চাষ করতে ব্যয় হবে আরো ২ লাখ টাকা। আপনি কেন এ পদ্ধতিতে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন আর কোথায় পেলেন এ প্রযুক্তি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,সাধারন ভাবে চাষ করলে ৬ মাস ফল উৎপান করা যায়।

আর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে চাষ করলে আরো ২/৩ মাস ফল উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছি। এ জন্য মাত্র দেড় বিঘা জমিতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ পদ্ধতিতে চাষ শুরু করলাম। ভাল ফল পেলে বাকি আরো ৮ বিঘা জমিতে চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজু বলেন,ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ড উপজেলার এক চাষি এ পদ্ধতিতে চাষ

করে ভাল ফল পেয়েছেন। আমি ওই বাগানে দেখে এসে চাষ শুরু করেছি।

তিনি বলেন,দেড় বিঘা জমিতে ১৭ শ ড্রাগন গাছ রয়েছে। আর খুটি রয়েছে ৪ শ ৩০ টি। ৪ ফুট ব্যবধানে বৈদ্যুতিক বাতি গুলো ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই বাগানে ৫ শ ৫০ টি বাতি দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল ইসলাম বলেন, এ উপজেলায় ৩ শ হেক্টরের উপর জমিতে ড্রাগনের চাষ আছে। সাধারণত গাছ থেকে চাষিরা বছরে দুই বার ড্রাগন সংগ্রহ করতে পারতো। এ পদ্ধতিতে চাষ করলে তারা সারা বছর গাছ থেকে ড্রাগন সংগ্রহ করতে পারবেন।

তবে এতে যেমন খরচ আছে, তেমনি চাষি লাভবানও হবেন। কোটচাঁদপুরে এ পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা আমার জানা নাই। আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম ওই পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেছেন চাষিরা।

এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা,জানতে চাই ওই কর্মকর্তা বলেন,বিদেশে এ পদ্ধতিতে চাষ আছে। আপনারা আরেকটু নিশ্চিত হতে পারবেন ইউটিউব দেখলে।

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ আটক

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ (৩১)কে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদ পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালান। আটক করেন লক্ষ্মণ দেবনাথকে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করেন পুলিশ। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা

হয়েছে। লক্ষণ দেবনাথ কালিগঞ্জের বলরামপুর গ্রামের রহিত দেবনাথের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক বলেন, কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডে থেকে লক্ষন দেবনাথকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। লক্ষণের নামে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে পানের ক্ষেতে থেকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন গৃহবধূ সালমা খাতুন (২৭) আর শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরে পল্লীর বাড়ির পাশের পানের ক্ষেতে খোঁজ মিললো গৃহ বধূর মৃত দেহ। খবর পেয়ে শুক্রবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ গৃহবধুর মৃত দেহ উদ্ধার করেছেন।

জানা যায়,গেল ২০ বছর আগে তরিকুল ইসলামের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার বোন সালমা খাতুনের। দুই ছেলে মেয়ের জনক তারা। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ৭ টা বাজে। এ সময় আমার বোন সালমার মেয়ে মোবাইল করে বলেন, তোমাদের বোন কার সঙ্গে চলে গেছে। সে সময় থেকে আমরা চিন্তিত ছিলাম। রাতে ভাল করে ঘুমও হয়নি আমাদের। শুক্রবার সকালে জানতে পারি সালমার মৃত্যুর খবর।

কমলা অভিযোগ তুলে বলেন,আমার বোনাই তরিকুল ইসলাম তাকে মেরে ফেলেছেন। বিয়ের পর থেকে বোনাই বোনকে অত্যাচার করেন। কয়েক দিন আগে ও বোন কে মারার জন্য সারা পাড়া দৌড় করিয়েছেন। আমরা তাঁর বিচার চায়। সালমা খাতুন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডের খলসি গ্রামের মৃত হায়দার আলীর মেয়ে।

স্বামী তরিকুল ইসলাম বলেন,বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বাজারে গিয়ে ছিলাম।

এরপর রাত ৮ টার দিকে বাজার থেকে বাড়ি এসে জানতে পারলাম সে বাড়ি নাই। সে সময় আশে পাশে খোজ করি। কিন্তু না পেয়ে বাসায় ফিরে আসি।

তিনি বলেন,আমার সন্দেহ ছিল সালমা কারোর সঙ্গে চলে গেছে। কারন আমি জানতাম সে বারবাজারের একজনের সঙ্গে কথা বলেন। সে মোতাবেক শুক্রবার সকাল তাকে খোঁজ করতে বের হই বাড়ি থেকে । পরে বেলা ১১ টার সময় মোবালের মাধ্যমে জানতে পারি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর সার্কেলের (অতিরিক্ত) পুলিশ সুপার মুন্না মিয়া বলেন,দেখে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আসলে এটা কি হত্যা না আত্মহত্যা। তবে কিসে যেন তাঁর নাক ও কান খেয়ে গেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে, তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। পুলিশ তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে এসেছেন।

এ দিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামী তরিকুল ইসলাম কে থানায় আনা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামন।